কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 30 MAY 2016
পৃষ্ঠা ২৪ ... কলাম ৮ ...

শেষ মুহূর্তে তাড়াহুড়া

প্রকল্পের অর্থব্যয়ে জবাবদিহি নিশ্চিত করুন

সময়ের কাজ সময়ে না সারলে শেষ মুহূর্তে তড়িঘড়ি করতে গিয়ে মান খারাপ হয়, স্থায়িত্ব কমে যায় এবং লুটপাটের শঙ্কা বাড়ে। প্রতিবছর বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) জন্য আশাব্যঞ্জক বরাদ্দ রাখা হলেও ফল শেষ পর্যন্ত আশানুরূপ হয় না। অর্থবছর শেষ হতে মাত্র এক মাস বাকি। গত ১১ মাসে এডিপির আওতায় বরাদ্দ দেওয়া অর্থের বেশির ভাগই ব্যয় হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু শিক্ষা খাতে তা হয়নি। তারা বিভিন্ন প্রকল্পে বরাদ্দ দেওয়া অর্থের অর্ধেকও এপ্রিল মাস পর্যন্ত খরচ করতে পারেনি।

গতকাল কালের কণ্ঠ'র এক প্রতিবেদনে বলা হয়, অর্থবছরের শেষ মুহূর্তে এসে শিক্ষা খাতে টাকা খরচ করা নিয়ে হুলস্থুল চলছে। অনেক প্রকল্পেই আপাতত বিল-ভাউচার করে টাকা তোলার চেষ্টা হচ্ছে। কেউ কেউ যেনতেনভাবে কাজ শেষ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। শুধু শিক্ষা খাত কেন, খবর নিলে অন্য অনেক খাতেই একই অবস্থা দেখা যাবে। উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। এ নিয়ে ঢিলেমি মানেই খাতওয়ারি উন্নয়নের যে সুযোগ ছিল তার অপচয় করা। অর্থের অপচয় তো আছেই।

কিছুদিন আগে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) সভায় বাংলাদেশে উন্নয়ন প্রকল্পের সমস্যা নিয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন পেশ করে। এতে বলা হয়, ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনা, ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতা, প্রকল্প পরিচালকদের স্বেচ্ছাচারিতা ও রাজনীতিবিদদের দুর্বৃত্তপনার কারণে অনেক প্রকল্পের ব্যয় বাড়ে। এ কারণে পরিকল্পনামন্ত্রীও কয়েক মাস আগে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো এক চিঠিতে উদ্বেগ ব্যক্ত করেন। ভবিষ্যতে কোনো প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানোর আগে সে প্রকল্পের বিস্তারিত সমীক্ষা ও চূড়ান্ত নকশা প্রণয়ন করে পাঠাতে মন্ত্রণালয়গুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয় ওই চিঠিতে।

প্রকল্প মানেই লুটপাট—এই মানসিকতার পরিবর্তন না হলে অর্থ ও সুযোগের অপচয়ই দেখে যেতে হবে। তাই প্রকল্প গ্রহণের সঙ্গে নজরদারিও থাকতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে জবাবদিহি। আর শুধু তখনই সময়ের কাজ সময়ে শেষ করার সুঅভ্যাসটি আমরা রপ্ত করতে পারব।